ঈশ্বরদের জন্মকথা

All Gods Came From One Place

ওয়ালিদ আল হুসেইনি

ঈশ্বরদের জন্মকথা

All Gods Came From One Place

মূল লেখক ও ডিজাইন

ওয়ালিদ আল হুসেইনি

প্রকাশঃ ২০১০

প্যালেস্টাইন

ওয়ালিদ আল হুসেইনি, প্যালেস্টাইনিয়ান ব্লগার

উইকিপিডিয়াঃ en.wikipedia.org/wiki/Walid_Husayin

ফেসবুকঃ facebook.com/w.alhusseini1

প্রকাশনা

www.dhormockery.com

প্রকাশঃ ২০১৪

প্রচ্ছদ কার্টুনঃ www.andertoons.com

সে অনেক অনেক আগের কথা
মানুষের আচরণ ছিল শিশুর মত
তারা না জানত লিখতে কিংবা পড়তে।
সেসময় তাদের জন্য কোন বিদ্যালয়ও ছিল না।
এমনকি তারা ঘরবাড়িও তৈরি করতে জানত না।
তোমরা এখন যেমনটি থাকো।

এরকম আরো অনেক ব্যাপার ছিল
যেগুলো সম্পর্কে তারা কিছুই জানত না

মানুষের ছিল চিন্তা করার ক্ষমতা !!

তারা ঈশ্বর উদ্ভাবন করলো, ঠিক তাদের
মা-বাবা'র মতো যে তাদেরকে সাহায্য
ও বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবে!

তারা কল্পনায় ভাবলো ঈশ্বর
যার আছে বিশাল দাড়ি,
আর বসে আছেন মেঘের উপর

তারা মনে করতো তাদের এই কল্পিত ইশ্বরই সবকিছু ঘটিয়ে থাকেন
যেগুলো তারা বুঝতো না
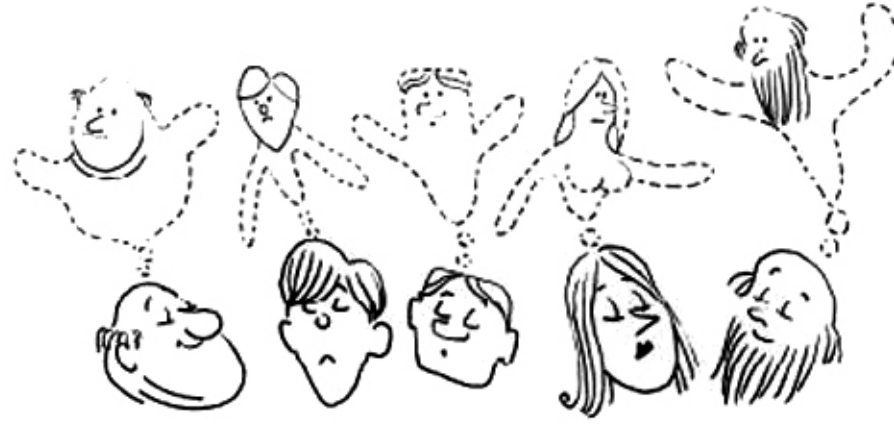
লোকেরা সব ধরনের ঈশ্বরকেই কল্পনা করেছিল

ইতিহাসে দেখা যায় এরকম কাল্পনিক ঈশ্বরে পূর্ন ছিল পৃথিবী

ভারতবর্ষের লোকেরা ছিল কৃষ্ণবর্ণের এবং তারা
উজ্জ্বল পোষাক পরিধান করত তাই তাদের
ঈশ্বরও হতো কৃষ্ণবর্ণের এবং পরনে থাকতো উজ্জ্বল পোষাক

সারাবিশ্বে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর
প্রায় সবারই এরকম ঈশ্বর ছিল
চীনের এক মোটা ঈশ্বর যে কিনা
প্রচুর ভাত খেতো!
চীনের কিছু ঈশ্বর, যারা-
রেশমী কাপড় পরতো এবং মাছ খেতো

জাপানে শাসক পরিবারেরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের আত্নীয় দাবি করত

তারা বলতো সম্রাটেরা ঈশ্বরের ভেতর অবস্থান করেন

**কিন্তু শেষ সম্রাট যখন এক যুদ্ধে হেরে গেলেন
লোকেরা উপলব্ধি করলো সম্রাট ঈশ্বর ছিলেন না
তিনি ছিলেন সাধারন একজন, আমাদের মতোই**

একসময়

মুসলমানরা অন্যদের উপর
বলপ্রয়োগ করতো মুসলমান হবার জন্য
লড়াই বা যুদ্ধের দ্বারা

ঐতিহ্যগতভাবে খ্রিস্টানেরাও একই কাজ করতো
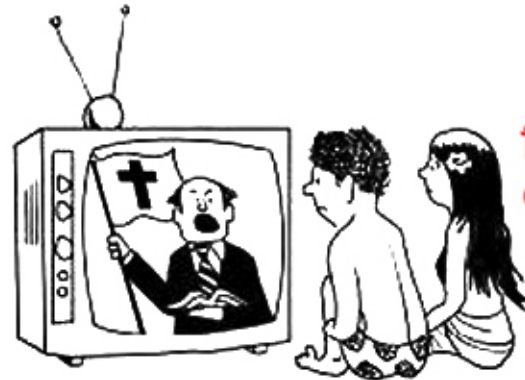
কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের
কৌশলও পরিবর্তন হয়েছে

প্রাচীন রাজারা তাদের ঈশ্বরের সাথে খেলাধুলাও করতো

সেসময় কোন মোটরগাড়ি
বা উড়োজাহাজ ছিলো না

বেশিরভাগ লোকই বহুদূরে ভ্রমন করতে পারতো না

তাই ঈশ্বর দেখতে ছিল...

সেরকমই, ঠিক যেভাবে লোকেরা ওগুলো বানিয়েছিল

কিছু লোকের ছিল বেশ ভালো কল্পনাশক্তি এবং
তারা মজার ধরনের কিছু ঈশ্বর কল্পনা করেছিল

প্রতিটি সময়েরই ছিল নতুন ঈশ্বর

যদিও এখনকার দিনের লোকেরা..

থামিয়েছে ঈশ্বর গড়ে তোলার কাজ

এখনকার দিনে আমারা জানি- কেন বৃষ্টি হয়
কেন বিজলী চমকায় এবং বাজ পড়ে

এবং একইসাথে অন্যান্য অনেক কিছুই আমরা জানি এখন

আমাদের আছেন চিকিৎসক
যারা অসুখবিসুখ থেকে আমাদের সারিয়ে তোলেন

তবুও এখনও ঈশ্বরের ধারণা টিকে আছে

ঈশ্বর হলো ঠিক সেরকম, যেভাবে লোকেরা এসব বানিয়েছে

ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুসলমানেরা
আব্রাহামের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে

অনেক লোক মনে করে থাকে যে ইনিই ঈশ্বর
ঈশ্বর সবসময় ভালো ছিলেন

কিন্তু তাকে দেখা যায় রাগান্বিত
অহংকারী এবং নির্বোধ

মাঝে মাঝে তিনি লোকদেরকে
খারাপ কাজ করতে উৎসাহিত করেন

যেমন- যুদ্ধ করতে কিংবা দাস রাখতে

এই ঈশ্বরের ধারণা ছিল পৃথিবী হচ্ছে সমতল
যা সেসময়ের লোকেরাও ভাবতো

এই ঈশ্বর মনে করতো তিনি সূর্যকে থামাতে
পারেন যার ফলে দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাবে

এই ঈশ্বর আরো মনে করতো
তিনি তার বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে
ধ্বংস করতে পারেন
দূর্গের বিশাল দেয়াল

এই ঈশ্বরের ধারণা ছিল সাপ
এবং গাধা পরস্পর কথাবার্তা
বলতে পারে

লোকেরা ভাবতো এই ঈশ্বরের পুত্রও আছে, যার নাম যিশু

তারা ভাবতো তিনি পানির ভেতর কথা বলতে পারেন

যিশু মনে করতেন মানুষের ভেতর শয়তান বাস করে এবং তাই তিনি শয়তানকে শুকরের পেটে পাঠিয়ে দিতে পারতেন!!

এটা খুবই হাস্যকর!!

ইহুদীরা শুকরের মাংস খাওয়াকে নিষিদ্ধ মনে করতো
যদিও তারা ভাবতো যে, তাদের ঈশ্বরই শুকর সৃষ্টি করেছেন
এবং তাদের দেশে সচরাচর প্রচুর শুকর দেখাও যেত

কিছু ঈশ্বর ছিল বদমেজাজী!!

একবার এক ঈশ্বর একটি গাছের উপর
খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন

কিছু ঈশ্বর সবসময় রেগে থাকতেন
এবং তার চিৎকার চেঁচামেচি থামতই না

এক ঈশ্বর পৃথিবী ভ্রমনের সিদ্ধান্ত
নিয়েছিলেন এবং লোকদেরকে
পোষাক বানানো শিখিয়েছিলেন

কিছু ইশ্বরেরা পরস্পরকে ঘৃণা করতেন এবং
তাদের অনুসারীদেরকে একই কাজ করতে উৎসাহিত করতেন

এই কারনে লোকেরা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে ছিল বহুকাল ধরে
এবং এখনও প্রায়ই দেখা যায়

কারন ঈশ্বরেরা সবধরনের রূপেই এসেছিল
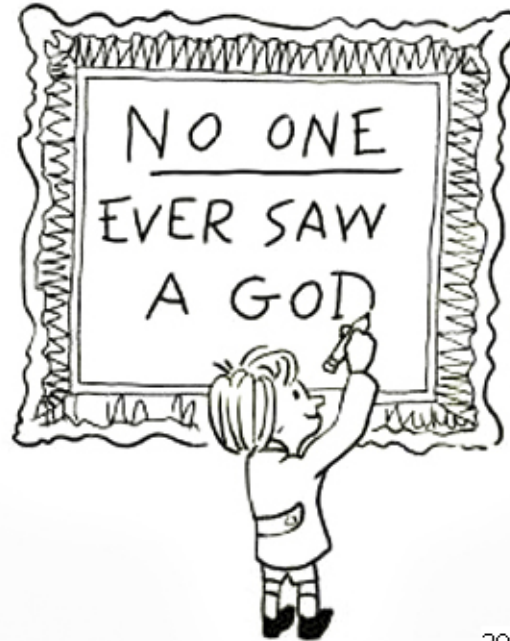
আমাদের সবার কাছেই এরকম
রূপকথার গল্প আর কুসংস্কারের ঝুলি
আছে ঈশ্বরকে বর্ননা করার জন্য

ঈশ্বরেরা কোন কাজ করে না

এসব ঈশ্বরদের দিয়ে আমরা কীইবা করবো?

খুবই সহজ !!

আমরা তাদের কল্পনা করতাম

তাই আমরা আমাদের কল্পনা থেকে
তাদের মুছেও ফেলতে পারি

তাদেরকে কোনই প্রয়োজন নেই আমাদের

আমারা ভাবনামুক্ত থাকতে পারব যখন এসব ঈশ্বরে বিশ্বাস করা থামিয়ে দিব

ঈশ্বরেরা কখনোই সুহৃদয়বান ছিলেন না

হাসিমুখে তাদের খুব কমই দেখা যায়

সুখের কথা হলো, লোকেরা এখন অনেক কিছুই শিখেছে
তারা শিখেছে কীভাবে হাসপাতাল এবং বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হয়

তারা শিখেছে লিখতে এবং পড়তে

তারা তাদের **জ্ঞান**কে
কাজে লাগাচ্ছে আরো
উন্নত জীবনযাপনের জন্য

যখন আমরা বড় হব তখন আমাদের খেলনা নিয়ে আর খেলবো না
আমরা তখন আমাদের মা-বাবাদের মত হয়ে যাব

যখন লোকেরা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন যৌক্তিক হয়ে উঠে,
তারা ঈশ্বরকে রেখে দেয় তাদের স্মৃতির বাক্সে

ঠিক যেমন তুমি তোমার
খেলনাগুলো রেখে দিবে

তোমার বাবা ও মা
ওসব ঈশ্বরদের তুলনায় অনেক সুহৃদয়বান

তারাই সত্যিকার, কোন কল্পনা নয়
এবং তারা তোমার যত্ন নিয়ে থাকেন

লোকেরা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে বন্ধুত্বপূর্নভাবে
কারন তারা **মানুষ**

আমরা এখন এসব জানি

সমাপ্ত